রোহিঙ্গা নিয়ে মিয়ানমার সেনাবাহিনীর তদন্ত প্রকাশ, সব অভিযোগ অস্বীকার

পার্বত্যনিউজ ডেস্ক:

মিয়ানমারে রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞ নিয়ে সৃষ্ট সংকটের অভ্যন্তরীণ তদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে দেশটির সেনাবাহিনী। তবে হত্যাযজ্ঞে নিজেদের জড়িত থাকার কোনও বিষয় উল্লেখ করেনি তারা। মঙ্গলবার ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম বিবিসির এক প্রতিবেদন থেকে এসব তথ্য জানা যায়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, রোহিঙ্গাদের হত্যা, ধর্ষণ ও গ্রাম পুড়িয়ে দেওয়ার সব অভিযোগ অস্বীকার করেছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী।

যুক্তরাজ্যভিত্তিক মানবাধিকার সংস্থা অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল সেনাবাহিনীর এই প্রতিবেদনকে ‘চোখে ধুলা’ দেওয়ার চেষ্টা বলে উল্লেখ করেছে। তারা জাতিসংঘের তদন্ত কমিটিকে ওই অঞ্চলে কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি দেওয়ার জন্য আহ্বান জানান।

গত ২৫ আগস্ট রাখাইনে সহিংসতার পর রোহিঙ্গাদের ওপর নিধনযজ্ঞ শুরু করে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী। হত্যা ও ধর্ষণ থেকে বাঁচতে বাংলাদেশে পালিয়ে আসে ছয় লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা। জাতিসংঘ এই ঘটনাকে জাতিগত নিধনযজ্ঞের ‘পাঠ্যপুস্তকীয় উদাহরণ’ বলে উল্লেখ করেছে।

বাংলাদেশে পালিয়ে আসা রোহিঙ্গাদের কথায় উঠে আসে সেনাসদস্যদের নৃশংসতা, বর্বরতা। তবে এই সব কিছুই অস্বীকার করেছে সেনাবাহিনী।

তাদের প্রতিবেদনে বলা হয়, ‘নিরপরাধ গ্রামবাসীদের’ তারা গুলি করেনি, নারীদের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ন চালায়নি, গ্রামবাসীদের

নির্যাতন করেনি, আটক বা হত্যা করেনি, তদের সম্পদ, সোনা, পশু চুরি করেনি, মসজিদে আগুন দেয়নি, বাড়িতে আগুন দেয়নি এবং তাদের তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য জোর করেনি।

সেনাবাহিনী বলে, রোহিঙ্গাদের মধ্যে সন্ত্রাসীরাই গ্রামবাসীদের বাড়িতে আগুন দেয়। তাদের ভয়েই পালিয়ে যায় গ্রামবাসীরা।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের এক মুখপাত্র জানান, ‘একটা বিষয় স্পষ্ট হয়ে গেছে যে সেনাবাহিনী দায় স্বীকার করবে না। এখন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কেই্ এই সংকট সমাধানে এগিয়ে আসতে হবে।’

ওই অঞ্চলে দায়িত্বপালন করা জেনারেলকে বদলি করা হয়েছে। তবে কোনও কারণ দেখানো হয়নি। বুধবার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রী রেক্স টিলারসনের মিয়ানমার সফর করার কথা রয়েছে।

সূত্র: বাংলাট্রিবিউন